দামাল-সামার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফল আয়োজন

সম্প্রতি নরক্রসে লাকি-সোলস পার্কে দেড় মাস যাবৎ দামাল-সামার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফল আয়োজন সম্পন্ন হলো। টুর্নামেন্টের আয়োজক স্পোর্টস ফেডারেশন অফ জর্জিয়া দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলার বার্ষিক টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আসছে। এবছর সর্বমোট আটটি স্থানীয় ক্রিকেট দল A এবং B-গ্রুপে বিভিক্ত হয়ে পনেরটি ওয়ান-ডে ম্যাচে অংশ নেয়। A-গ্রুপের অধীনে ছিল বাংলাদেশ স্পোর্টিং ক্লাব, দুরন্ত স্পোর্টিং ক্লাব, জর্জিয়া পিচ ও নবীন সংঘ এবং B-গ্রুপের অধীনে ছিল জর্জিয়া ব্লুস, সোনার বাংলা, আটলান্টা ক্লাব ও সাউদার্ন ক্লাব। বিভাগীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে A-গ্রুপের জর্জিয়া পিচ এবং দুরন্ত স্পোর্টিং ক্লাব একে অপরের মুখোমুখি হলে জর্জিয়া পিচ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং দুরন্ত স্পোর্টিং ক্লাব রানার আপ হয়ে সেমি-ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। অনুরূপ ভাবে B-গ্রুপে জর্জিয়া ব্লুস গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং সোনার বাংলা রানার আপ হয়ে সেমি-ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। প্রথম সেমি-ফাইনালে সোনার বাংলা মুখোমুখি হয় জর্জিয়া পিচ-এর এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দুরন্ত স্পোর্টিং ক্লাবের মুখোমুখি হয় জর্জিয়া ব্লুস। বৃষ্টি এবং আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তে সেমিফাইনাল গুলো সামান্য বন্ধুরতার শিকার হলেও গত ১৯ জুন জমজমাট ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় সোনার বাংলা এবং জর্জিয়া ব্লুস এর মধ্যে। সোনার বাংলা ১২৩ রানে জর্জিয়া ব্লুসকে বেঁধে ফেললে মাত্র ৭৯ রানে গুঁড়িয়ে যায় সোনার বাংলার ইনিংস এবং চুয়াল্লিশ রানের বিশাল ব্যবধানে দামাল-সামার ২০০5 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয় জর্জিয়া ব্লুস। তবে পাঁচটি উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দি ম্যাচ হবার গৌরব অর্জন করেন সোনার বাংলা দলের সজল। ফাইনাল খেলাটির আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন জামাল ভুঁইয়া এবং রহমতউল্লাহ ড্যানি। স্কোরবোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন জাকির। খেলা শেষে কৃতি খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্পোর্টস ফেডারেশন অফ জর্জিয়ার উদ্যোগে আগামি ১০ জুলাই বাস্কেটবল এবং ১৭ জুলাই ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসাহী দল কিংবা খেলোয়াড়গণ সার্বিক যোগাযোগ করতে পারেন সভাপতি আগা জামিল (ফোন নম্বর ঃ 404-921-7208) এবং সাধারণ সম্পাদক গাইডেন হকিংস (ফোন নম্বর ঃ 404-396-8847) এর সাথে।

কক্সবাজারস্থ হাসপাতালের আর্থিক সাহায্যে জর্জিয়ার বাংলাদেশিরা

কক্সবাজার জেলার রামু এলাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত মা ও শিশুদের জন্য ৪০ শয্যার হাসপাতালের একটি বিভাগের আর্থিক সাহায্যের উদ্যোগ নিয়েছে জর্জিয়ার বাংলাদেশিরা। ফ্লোরিডাবাসী ডাঃ ইফতেখার মাহমুদ উক্ত হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য ডাঃ মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ফান্ড রেইসের আয়োজন করেছেন। এরই অংশ হিসেবে ১৬ জুন সন্ধ্যায় আটলান্টার রেড গার্লিক রেঁস্তোরায় জনাব নূর এ জিন্নাহর উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার বাংলাদেশিরা এক সভায় যোগ দেন। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ সালামত হোসেন সুজন। প্রস্তাব অনুযায়ী জর্জিয়ার সংগৃহীত অর্থ দ্বারা শিশু বর্হিবিভাগের নামকরণ হবে যৌথভাবে জর্জিয়া বাংলাদেশ সমিতি এবং বাংলাদেশ স্পোর্টস ফেডারেশন অব জর্জিয়ার নামে। সভায় উপস্থিত ছিলেন আরিফ আহমেদ, এম মওলা দিলু, আবু লিয়াকত হোসেন, জসিম উদ্দিন, আগা জামিল, মোঃ আরেফিন বাবুল, শামসুন্নাহার, শাহনাওয়াজ, গাইডেন হকিন্স, ফজলুল হালিম ইউসুফ, আবু নাসের কাজমী, জামাল ভূইয়া টিপু, আজহারুল ইসলাম, খলিলুর রহমান বাদল এবং হান্নান চৌধুরী। তাৎক্ষণিকভাবে সভায় ৪৫০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জাস্ট নাটক-র প্রথম প্রয়াস "হানিমুন"

গত ৪ জুন, আটলান্টার ফোরটিনথ স্ট্রিট প্লে-হাউজে নবগঠিত নাট্যগোষ্ঠি *জাস্ট নাটক*-এর প্রথম প্রয়াস দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হাসির নাটক "হানিমুন" মঞ্চস্থ হয়েছে। সাবলীল অভিনয়,

নাটকের একাংশ

শ্রুতিমধুর আবহসঙ্গীত, দক্ষ আলোকসম্পাত এবং নিপুণ পরিচালনার গুণে নাটকটি বাঙালি নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

শারমীন ওমর আহমেদ, কুনাল মিত্র ও অমিতাভ সেন এর যৌথ পরিবেশনায় "বারিষ ধারা মাঝে শান্তির বারি"– রবীন্দ্রসঙ্গীতটি দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা ও পরিবেশনায় ছিলেন অমিতাভ সেন। আটলান্টার বঙ্গভাষী নাট্যপ্রেমীরা একত্রিত হও, নাটক দেখ, নাটক করো, নির্মল আনন্দে ভরিয়ে তোল জীবন– এই ছিল গানের মাধ্যমে প্রচারিত নাট্যগোষ্ঠির মর্মকথা। দুই বাংলার সংস্কৃতিমনা মানুষে প্রেক্ষাগৃহ ভরে ছিল। নাটকের নির্দেশক শ্রী দীপঙ্কর মিত্র উপস্থিত দর্শককে স্বাগত জানান এবং শ্রী পার্থসারথী মুখোপাধ্যায় বাংলায় নাটকের সারমর্ম ব্যাখ্যা করেন। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কুনাল মিত্র।

মাইক্রোফোন ছাড়াই সংলাপ শোনা যাচ্ছিল। তরুণের ভূমিকায় অভিজিৎ হাজরা ও মিলনের ভূমিকায় অরুনাভ সাহার অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও সুমিতা– জবা ঘোষ, দাদু– প্রণব লাহিরি, ভোলা– এম.এইচ. আকমল, নরেন– অমিতাভ সেন, রেশমী– সঙ্ঘমিত্রা সাহা, রায় সাহেব– মৃদুল পাল এবং বরেন– দীপঙ্কর মিত্র প্রতিভার সাক্ষর রাখেন।

সঙ্গীত সংযোজনে ছিলেন অমিতাভ সেন, আলো এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণে বব ঘোষ, প্রিয়কুমার দাস, সমরেশ মুখোপাধ্যায়। সমগ্র নাটকের চিত্রায়নে ছিলেন সুজ্যান সেন এবং মঞ্চে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগিতায় ছিলেন মমতা পাল, শৈবাল সেনগুপ্ত, কুনাল মিত্র, পাপিয়া পাল, মলি পাল, সোহম পাল, শর্বরী রায়, জ্যোতি সেনগুপ্ত ও সারস্বত বোস।

দু'ঘণ্টাব্যাপি নাটকের বিরতির সময় দর্শকদের জন্য সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করেন নীলা আকমল ও উর্মিলা মিত্র। এছাড়াও বেবি সিটিং এর ব্যবস্থা ছিল এখানে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীমতি উর্মিলা মিত্র প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছিল কলকাতার নাট্যসমাজের দুই কর্ণধার শাঁওলী মিত্র ও উষা গাঙ্গুলীর শুভেচ্ছা বার্তা।

জাস্ট নাটক ভবিষ্যতে এমনি আরো উপভোগ্য এবং মনোহর নাটক উপস্থাপনা করে আটলান্টার বাঙালিদের আনন্দ দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে।